বসুন্ধরায় টাকার লোভে বাবা-মেয়ের পর্নো ব্যবসা, আটক ৩

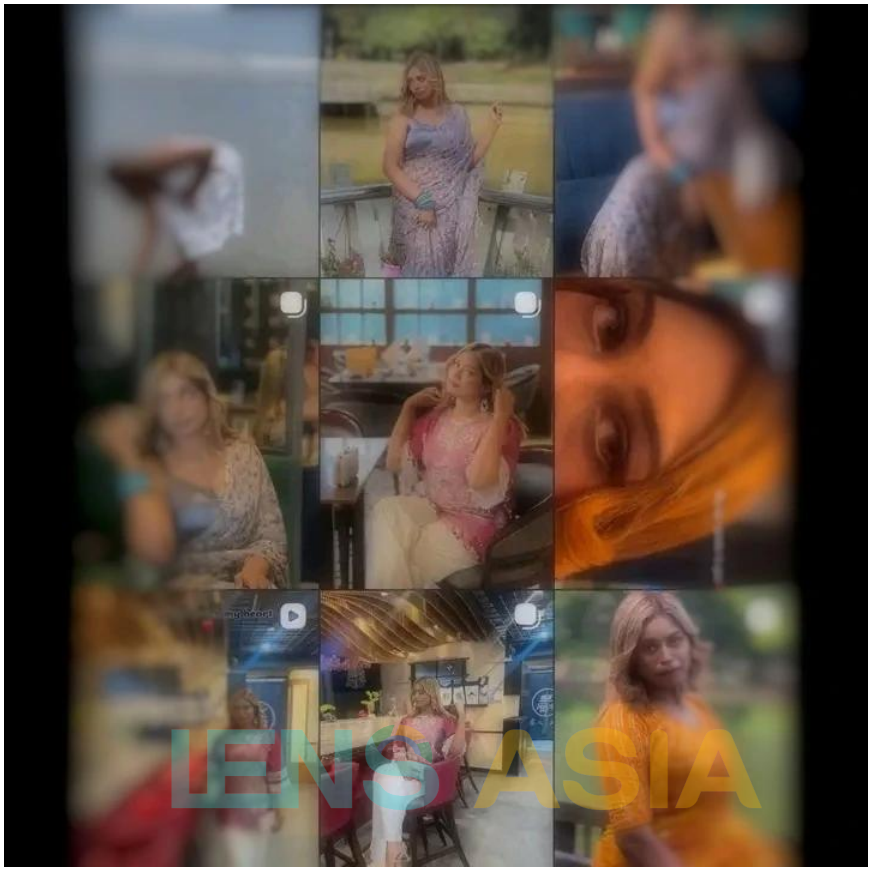

ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর অভিজাত এলাকা বসুন্ধরা আবাসিকে অভিযান চালিয়ে সুমাইয়া সাঈদ (২৪) নামের এক আলোচিত ইন্সটাগ্রাম ইনফ্লুয়েন্সারসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম বিভাগ। চক্রটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও টেলিগ্রাম গ্রুপ ব্যবহার করে প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশনের নামে দীর্ঘদিন ধরে অশ্লীল ও পর্নোগ্রাফিক ভিডিও বিক্রি করে আসছিল।

গত (১০ আগস্ট) পুলিশের বিশেষ অভিযানে এই চক্রের অন্ধকার অধ্যায় উন্মোচন হয় এবং জানা যায়, এই পর্নোগ্রাফি সিন্ডিকেটের পেছনে মূল হোতা হিসেবে জড়িত রয়েছেন সুমাইয়া সাঈদের আপন পিতা আবু সাঈদ (৪৯) এবং তার সাবেক প্রেমিক (এক্স-বয়ফ্রেন্ড) সালমান। টাকার লোভে আপন বাবা ও মেয়ে মিলে এমন অনৈতিক অপরাধচক্র গড়ে তোলায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশের এজাহার সূত্রে জানা যায়, সুমাইয়া সাঈদ তার নিজস্ব ভেরিফাইড ইন্সটাগ্রাম অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে প্রথমে অনুসারীদের আকৃষ্ট করতেন। এরপর প্রোফাইলে একটি গোপন টেলিগ্রাম লিংক শেয়ার করা হতো। সেই লিংকের মাধ্যমে অনুসারীরা যুক্ত হতেন 'Sumaiya saeed official' নামক টেলিগ্রাম গ্রুপে।

উক্ত গ্রুপে যুক্ত হওয়ার পর আরও আপত্তিকর এবং পূর্ণাঙ্গ নগ্ন ভিডিও দেখার জন্য গ্রাহকদের প্রিমিয়াম মেম্বারশিপ নিতে প্রলুব্ধ করা হতো। ভিডিও এবং মেম্বারশিপের বিজ্ঞাপনের জন্য তারা টেলিগ্রামে নির্দিষ্ট দুটি আইডি ব্যবহার করে আসছিল।গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে এই চক্রটি বিভিন্ন আকর্ষণীয় 'পর্নো প্যাকেজ' অফার করতো। বিজ্ঞাপনে বলা হতো—রেগুলার প্রাইস ৭,৫০০ টাকার প্যাকেজ স্পেশাল অফারে মাত্র ৩,৫০০ টাকায় পাওয়া যাবে। যার মধ্যে থাকতো ২০টি লং ভিডিও, লাইফটাইম সাবস্ক্রিপশন এবং বিশেষ 'রোল প্লে' চ্যানেল সুবিধা। এই অনৈতিক ভিডিও বিক্রির টাকা লেনদেনের জন্য তারা নির্দিষ্ট বিকাশ ও নগদ নম্বর ব্যবহার করতো। তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় পুলিশ এই নম্বরগুলোর বিপুল আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ পেয়েছে।

ডিবি-সাইবার পুলিশের ফাইনান্সিয়াল ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন টিম দীর্ঘদিন ধরে এই চক্রটির ওপর নজরদারি রাখছিল। প্রযুক্তির সহায়তায় অবস্থান নিশ্চিত হয়ে গত ১০ আগস্ট ২০২৬ তারিখে সাইবার পুলিশ টিম ভাটারা থানার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার এফ-ব্লকের ৩ নম্বর রোডের ২৮৩ নম্বর বাড়িতে ঝটিকা অভিযান চালায়। অভিযানকালে ফ্ল্যাট থেকে মূল আসামি সুমাইয়া সাঈদকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়।

একই সাথে অপরাধে সহায়তার অভিযোগে বাসার কেয়ারটেকার দুখু মিয়া (৩০) এবং তানভীর হোসেন (২৪) নামের আরও দুই সহযোগীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

অভিযানকালে সুমাইয়ার কাছ থেকে অপরাধমূলক কাজে ব্যবহৃত একটি আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স মোবাইল ফোন এবং পর্নোগ্রাফি বিক্রির আলামত জব্দ করা হয়েছে।গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের বিরুদ্ধে পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন এবং সাইবার নিরাপত্তা আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় গত ১১ আগস্ট রাজধানীর রমনা মডেল থানায় মামলা করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এই চক্রের সাথে জড়িত সুমাইয়ার পিতা আবু সাঈদ, সাবেক প্রেমিক সালমান, সহযোগী সিয়াম ও শাকির মাহমুদসহ পলাতক অন্যান্য আসামিদের গ্রেপ্তারে বিশেষ অভিযান অব্যাহত রয়েছে।